আলমডাঙ্গায় আগাছানাশক প্রয়োগে ধান পুড়ে নষ্ট, বিষ বিক্রেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ

আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের আসাননগর গ্রামে আগাছা দমনের জন্য প্রয়োগ করা বিষে ধান পুড়ে নষ্ট হয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় স্থানীয় এক বিষ বিক্রেতার বিরুদ্ধে নিম্নমানের বা ভেজাল আগাছানাশক বিক্রির অভিযোগ করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক আসাননগর গ্রামের মৃত আসমান মণ্ডলের ছেলে মস্তক আলী জানান, প্রায় এক মাস আগে ধানের জমির আগাছা পরিষ্কারের জন্য আলমডাঙ্গার হাফিজ মোড় রোডের ব্যবসায়ী সিরাজুল ইসলামের কাছ থেকে আগাছানাশক ক্রয় করেন। তবে দুই সপ্তাহ পার হলেও কাঙ্ক্ষিত ফল না পাওয়ায় তিনি পুনরায় ওই বিক্রেতার কাছে গেলে তাকে অন্য একটি বিষ দেওয়া হয়।

তিনি আরও জানান, দ্বিতীয়বার প্রাপ্ত বিষ জমিতে স্প্রে করার তিন দিনের মধ্যে ধানের গাছ গোড়া থেকে পুড়ে যায়। এতে পুরো জমির ধান নষ্ট হয়ে যায়। পরবর্তীতে বিষয়টি বিক্রেতাকে জানালে তিনি ঈদের ছুটির কথা উল্লেখ করে কোম্পানির প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলে জানাবেন বলে আশ্বাস দেন। ঈদ-পরবর্তী সময়ে কোম্পানির প্রতিনিধি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেও এখন পর্যন্ত কোনো সমাধান বা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী কৃষক।

এ বিষয়ে কথা বলতে গেলে অভিযুক্ত বিক্রেতা সিরাজুল ইসলাম সাংবাদিকদের জানান, তিনি অন্য স্থান থেকে বিষ সংগ্রহ করে বিক্রি করেন। কৃষি অফিসারের পরামর্শ ছাড়া বিষ বিক্রির বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, “কৃষি অফিসারের পরামর্শ অনুযায়ী চললে ধান উৎপাদন সম্ভব নয়।” এ সময় তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

এদিকে একমাত্র আয়ের উৎস ধান নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন কৃষক মস্তক আলী। অভিযোগ উঠেছে, ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে প্রভাবশালী মহলের সহায়তা নেওয়ার চেষ্টা করছেন অভিযুক্ত ব্যক্তি। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এর আগেও তার বিরুদ্ধে নকল দস্তা সার বিক্রির অভিযোগ রয়েছে।

ঘটনাটি নিয়ে স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। তারা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

দর্শনায় দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে বোনের সংবাদ সম্মেলন

দর্শনায় দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক জমি দখল ও দোকানের মালামাল লুটের অভিযোগে দুই বোন সংবাদ সম্মেলন করেছেন।

শনিবার বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে দর্শনা প্রেসক্লাবে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে দর্শনা কলেজপাড়ার মৃত দীন মোহাম্মদের মেয়ে মমতাজ বেগম বক্তব্য দেন।

তিনি বলেন, “আমি অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আমার ওপর সংঘটিত অন্যায়, নির্যাতন, সম্পত্তি দখল ও নিরাপত্তাহীনতার বিষয়টি তুলে ধরার জন্য। আমি ও আমার ভাইয়েরা দক্ষিণচাদপুর মৌজার ৩৯৭ নম্বর খতিয়ানের ৫৫৮০ নম্বর দাগে অবস্থিত পৈত্রিক জমির বৈধ ওয়ারিশ। প্রায় এক বছর আগে ওয়ারিশদের সম্মতিতে সেনাক্যাম্পে একটি বৈঠকের মাধ্যমে স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করে জমির অবস্থান ও হিস্যা নির্ধারণ করা হয়। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি ও আমার ভাই মিজানুর রহমান আমাদের প্রাপ্য অংশে একটি পাকা দোকান নির্মাণ করি। নির্মাণকালে কোনো পক্ষ থেকেই আপত্তি তোলা হয়নি।”

তিনি আরও বলেন, “দোকান নির্মাণ শেষ হওয়ার পর আমার আপন দুই ভাই মোঃ সাজেদুর রহমান বাবু ও মোঃ সাইফুর রহমান রোকন জোরপূর্বক দোকানের দখল নেওয়ার চেষ্টা শুরু করে। এ বিষয়ে আমি আদালতে মামলা দায়ের করি। পরে বিষয়টি সামাজিকভাবে মীমাংসার লক্ষ্যে দর্শনা থানায় একটি সালিস বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে আমাকে অশালীন আচরণের শিকার হতে হয় এবং একপর্যায়ে গলা টিপে হত্যার চেষ্টা করা হয়, যা উপস্থিত লোকজন প্রতিহত করে।”

মমতাজ বেগম অভিযোগ করে বলেন, “আমি নতুন ব্যবসা শুরু করার

উদ্দেশ্যে আমার দোকানে প্রায় ১০ লাখ টাকার ইলেকট্রনিক পণ্য মজুদ করি। কিন্তু গত ২২ মার্চ ২০২৬ তারিখ ভোরে অভিযুক্তরা আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে দোকানের তালা ভেঙে সব মালামাল লুট করে নিয়ে যায় এবং দোকানে নতুন তালা লাগিয়ে দেয়। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এ ঘটনার পেছনে স্থানীয় এক প্রভাবশালী ব্যক্তির কু-পরামর্শ ও প্ররোচনা রয়েছে।”

চুয়াডাঙ্গায় পুঁতে রাখা ৭টি ল্যান্ডমাইন ধ্বংস করল সেনাবাহিনী

চুয়াডাঙ্গায় একটি ভুট্টার জমিতে সেচ নালা তৈরির সময় উদ্ধার হওয়া সাতটি শক্তিশালী ল্যান্ডমাইন নিষ্ক্রিয় করেছেন সেনাবাহিনীর বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিটের সদস্যরা। উদ্ধারের ২৯ দিন পর শনিবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা সদরের মাখালডাঙ্গা গ্রামের স্কুলপাড়া মাঠে বিকট শব্দ ও কম্পনের মধ্য দিয়ে ল্যান্ডমাইনগুলো ধ্বংস করা হয়।

জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মির্জা শহিদুল ইসলাম বলেন, ধারণা করা হচ্ছে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এসব স্থলমাইন পুঁতে রেখেছিল।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, সদর উপজেলার দিননাথপুর গ্রামের কৃষক হযরত আলীর মাখালডাঙ্গা গ্রামের স্কুলপাড়া মাঠে একটি চাষের জমি রয়েছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি তিনি জমিতে সেচ দেওয়ার জন্য নালা (ক্যানাল) তৈরির কাজ করছিলেন। এ সময় তার কোদালের আঘাতে তিনটি শক্তিশালী ল্যান্ডমাইন বেরিয়ে আসে। তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হলে নিরাপত্তার স্বার্থে এলাকাটি পুলিশ পাহারায় ঘিরে রাখা হয়।

তিনি আরও জানান, বিষয়টি সেনাবাহিনীকেও অবহিত করা হয়। এরপর শনিবার সকালে সেনাবাহিনীর ৫৫ রেজিমেন্ট, যশোর ইউনিটের ১৫ সদস্যের একটি বোম্ব ডিসপোজাল দল ক্যাপ্টেন রিফাতুল ইসলামের নেতৃত্বে

ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি চালায়। এ সময় সেখান থেকে একে একে মোট সাতটি শক্তিশালী ল্যান্ডমাইন উদ্ধার করা হয়।

দুপুরে সেনাবাহিনীর বিশেষজ্ঞ দলটি প্রথমে চারটি এবং পরে বাকি তিনটি ল্যান্ডমাইন নিষ্ক্রিয় করে। এ সময় প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ও বিকট শব্দে পুরো এলাকা কেঁপে ওঠে এবং আকাশ কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। বিস্ফোরণের ফলে ল্যান্ডমাইন নিষ্ক্রিয় করা স্থানগুলো বড় গর্তে পরিণত হয়। অভিযান চলাকালে স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

দর্শনায় ১৪ ঘণ্টা লাইনে থেকেও পেট্রোল মেলেনি, বাইকারদের ক্ষোভ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় পেট্রোল সংকটে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন মোটরসাইকেল চালকরা। টানা ১৪ ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়েও পেট্রোল না পেয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন তারা। এতে এলাকায় উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

ভুক্তভোগী বাইকারদের অভিযোগ, শুক্রবার রাত ৮টা থেকে তারা মেসার্স দর্শনা ফিলিং স্টেশনের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। পাম্প কর্তৃপক্ষ জানায়, শনিবার সকাল ৮টা থেকে পেট্রোল সরবরাহ শুরু হবে। সেই আশায় রাতভর অপেক্ষা করেন শতাধিক বাইকার। তবে নির্ধারিত সময় পার হয়ে সকাল ৯টা বাজলেও সরবরাহ শুরু না হওয়ায় ক্ষোভ বাড়তে থাকে।

শরিফুল নামের এক বাইকার বলেন, প্রায় ১৩-১৪ ঘণ্টা ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি, এখনো পেট্রোল পাইনি। আমরা কি শুধু লাইনে দাঁড়িয়েই থাকব, নাকি আমাদের অন্য কোনো কাজ নেই?

আরেক বাইকার আমির হোসেন বলেন,শুক্রবার রাত থেকেই অপেক্ষা করছি। বলা হয়েছিল সকালে তেল দেওয়া হবে। এখন সকাল ৯টা, তবুও কোনো

কার্যক্রম নেই। এটি চরম অব্যবস্থাপনা।

সোবাহান নামের একজন ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। সময়মতো তেল দিতে না পারলে আগে জানানো উচিত ছিল। এই হয়রানির জন্য পাম্প কর্তৃপক্ষই দায়ী।

এদিকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেও পেট্রোল না পেয়ে ক্ষুব্ধ বাইকাররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং দ্রুত জ্বালানি সরবরাহের দাবি জানান। এতে কিছু সময়ের জন্য স্টেশন এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করে।

পরে সকাল ১০টা থেকে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রতি মোটরসাইকেলে ৩০০ টাকার জ্বালানি সরবরাহ শুরু হয়।

অভিযোগের বিষয়ে মেসার্স দর্শনা ফিলিং স্টেশন কর্তৃপক্ষ জানায়, শনিবার সকাল ৮টা থেকে পেট্রোল সরবরাহ শুরুর পরিকল্পনা ছিল। তবে শুক্রবার রাতের ঝড়-বৃষ্টিতে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় নির্ধারিত সময়ে কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হয়নি।

তারা আরও জানায়, পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে কাজ চলছে এবং দ্রুত পেট্রোল সরবরাহ স্বাভাবিক করা হবে।

স্থানীয়দের দাবি, জ্বালানি সরবরাহে এমন অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা নতুন নয়। বারবার ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। কার্যকর নজরদারি ও দ্রুত পদক্ষেপ ছাড়া এ সমস্যা থেকে মুক্তি মিলবে না বলে মনে করছেন তারা।

ভুক্তভোগী বাইকাররা দ্রুত সমস্যার সমাধান, সঠিক তথ্য প্রদান এবং নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

দর্শনায় দুই তেল পাম্পে

পেট্রোল সংকট, ভোগান্তিতে মোটরসাইকেল চালকরা

দর্শনার দুটি তেল পাম্পে পেট্রোল সংকটের কারণে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন মোটরসাইকেল চালকরা। প্রতিদিন কিছুসংখ্যক মোটরসাইকেল পেট্রোল পেলেও শত শত মোটরসাইকেল পেট্রোল না পেয়ে ফিরে যাচ্ছে।

দর্শনা তেল পাম্পে পেট্রোল আসার খবর পাওয়া মাত্রই শত শত মোটরসাইকেল পাম্পে লাইন দেয়। পাম্প মালিকদের দাবি, ডিপো থেকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পেট্রোল না পাওয়ায় এ সংকট সৃষ্টি হয়েছে।

তেল পাম্প মালিকরা জানান, আগে যেখানে ডিপো থেকে সাড়ে ৪ হাজার লিটার পেট্রোল সরবরাহ করা হতো, এখন সেখানে দেওয়া হচ্ছে মাত্র ৩ হাজার লিটার। ফলে প্রতিদিন প্রায় ১ হাজার ৫০০ লিটার পেট্রোলের ঘাটতি তৈরি হচ্ছে। আগে ৪ থেকে ৫ দিন পরপর পেট্রোল আনতে হতো, এখন ৩ হাজার লিটার পেট্রোল ২-৩ ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যাচ্ছে।

পেট্রোল সরবরাহের সময় পুলিশের সহায়তায় পাম্পে পেট্রোল বিক্রি করা হচ্ছে। পেট্রোল শেষ হয়ে গেলে ‘তেল নেই’ লেখা ব্যানার টানিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

অন্যদিকে, অনুসন্ধানে জানা গেছে, এলাকায় অবৈধভাবে চড়া দামে পেট্রোল বিক্রির অভিযোগ রয়েছে। পারকৃষ্ণপুর গ্রামের একটি দোকানে ঈদের পরদিন (২১-০৩-২০২৬) ৩০০ টাকা লিটার দরে পেট্রোল বিক্রি নিয়ে ক্রেতাদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এছাড়া আকুন্দবাড়িয়া তমালতলা এলাকায় ২৮০ টাকা, সাড়াবাড়িয়া চাররাস্তার মোড়ে ২০০ টাকা এবং প্রতাপপুর এলাকায় ২৬০ টাকা লিটার দরে পেট্রোল বিক্রির অভিযোগ পাওয়া গেছে।

স্থানীয়দের দাবি, কিছু অসাধু মোটরসাইকেল মালিক পাম্প থেকে পেট্রোল সংগ্রহ করে ১৫০ থেকে ১৮০ টাকা দরে দোকানদারদের কাছে বিক্রি করছে। এরপর সেই পেট্রোল বিভিন্ন দোকানে চড়া দামে বিক্রি করা হচ্ছে, যার ফলে সংকট আরও তীব্র হচ্ছে।

এ বিষয়ে স্থানীয় ভুক্তভোগীরা বলেন, অসাধু বিক্রেতাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে প্রকৃত ঘটনা বেরিয়ে আসবে।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ওবাইদুর রহমান সাহেল বলেন, কোথায় কোথায় অবৈধভাবে পেট্রোল বিক্রি হচ্ছে তার তথ্য দিলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দর্শনায় বিভিন্ন মামলার ৮ ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন মামলার ৮ জন ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিকে গ্রেফতার করেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার ভোর রাতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন দর্শনা থানার চাকুলিয়া গ্রামের নুর আলমের ছেলে আপন তিন ভাই সাদ্দাম হোসেন (৩০), শহিদুল ইসলাম (৪০) ও সিরাজুল ইসলাম (৩৫); দর্শনা আকন্দবাড়িয়া নতুনপাড়ার মোজাম্মেল হক পচার ছেলে সাইফুল ইসলাম ফিল্টু (৩৫); তিতুদহ ইউনিয়নের খাড়াগোদা গ্রামের মুকুল হোসেনের ছেলে মতিয়ার রহমান ওরফে হৃদয় (২৩); দর্শনা মোহাম্মদপুরের আবু বক্কারের ছেলে মনির (২৪); বেগমপুর ইউনিয়নের ঝাঝরি গ্রামের মৃত বাবর আলীর ছেলে আসমাউল ইসলাম (৩০); এবং আজমপুর গ্রামের মৃত ওয়াজেদ আলীর ছেলে সুজন (২২)।

পুলিশ জানায়, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলার ওয়ারেন্ট ছিল। তাদের শুক্রবার চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের

বিশেষ সাপ্তাহিক সাহিত্য আসর অনুষ্ঠিত

২৬শে মার্চ উদযাপন উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের বিশেষ সাপ্তাহিক সাহিত্য আসর “স্বাধীনতায় পদধ্বনি- ১৬১১” অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বিকেল চারটায় পরিষদের শহীদ আলাউল হলে এর আয়োজন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নিরাবতা পালনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

অর্থ সম্পাদক মিম্মা সুলতানা মিতার সঞ্চালনায় একাত্তরের স্বাধীনতার উপর লিখিত স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন গুরু কাজল মল্লিক, বনলতা, মো: খালেকুজ্জামান, গোলাম কবীর মুকুল, মো: আনছার আলী, মোছা: মর্জিনা খাতুন, মো: মোজাম্মেল হক, শেখ সেলিম, সুমন মালিক, মো: হুমায়ুন কবীর, মিম্মা সুলতানা মিতা। চিরায়ত সাহিত্য থেকে পাঠ করেন জাকিয়া সুলতানা ঝুমুর ও মরিয়ম সুলতানা ভূবনের লেখা পাঠ করে শোনান ইকবাল আতাহার তাজ।

পঠিত লেখাগুলো নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করেন চুয়াডাঙ্গার উজ্জ্বল নক্ষত্র ড: মুন্সি আবু সাইফ, স্বাধীনতার উপর বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ মো: শাহজাহান আলী, অ্যাডভোকেট বজলুর রহমান, মো: তৌহিদ হোসেন। আসরে আরোও উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ হামিদুল হক মুন্সী, শেখ পিন্টু, মরিয়ম সুলতানা ভূবন, মিফতাহুল আওয়াল, মো: আব্বাসউদ্দীন, হারুন অর রশিদ, আকিব তৌফিক চৌধুরী।

সভাপতি তার সমাপনী বক্তব্যে বলেন ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধে চুয়াডাঙ্গার জেলা পরিষদ ডাক বাংলোর পুরাতন ভবনটি দক্ষিন পশ্চিম রণাঙ্গনের সেক্টর কমান্ডার তৎকালীন মেজর আবু ওসমান চৌধুরীর কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার হতো। আগামী প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি হিসেবে স্মরণীয় করে রাখতে ঐ ভবনটিকে স্বাধীনতা ভবন ঘোষণার দাবি জানিয়ে স্বাধীনতা দিবস পদধ্বনি ১৬১১ পর্বের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

আলমডাঙ্গায় বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গা আফিয়া নূর ফাউন্ডেশনের আয়োজনে মেধাবৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তি, নগদ অর্থ ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়েছে।

শুক্রবার সকাল সাড়ে ৯টায় উপজেলা মসজিদের মিলনায়তনে এ বৃত্তি প্রদান করা হয়। আফিয়া নূর ফাউন্ডেশনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক শেখ নুর মোহাম্মদ টিপুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল।

তিনি তার বক্তব্যে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত অধ্যবসায় ও নৈতিক শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, মেধাবীদের সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে পারলে দেশ উন্নয়নের পথে আরও এগিয়ে যাবে।

তিনি আরও বলেন, এই বৃত্তি পরীক্ষার মাধ্যমে মেধাবী শিক্ষার্থী তৈরি হচ্ছে। এরা আমাদের সমাজ ও দেশের সম্পদ এবং কল্যাণ বয়ে আনছে। আমাদের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করছে। সকল জাতি, ধর্ম ও বর্ণের মানুষ বাংলাদেশি—আমরা সবাইকে নিয়ে দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাব।

বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মাঝে নগদ অর্থ, ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট প্রদান করে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক শফিউল আলম বকুল, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান দারুস সালাম, রূপালী ব্যাংক আলমডাঙ্গা শাখার ব্যবস্থাপক আব্দুল খালেক, আলমডাঙ্গা কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ও কলেজিয়েট স্কুলের উপাধ্যক্ষ শামীম রেজা, আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি বশিরুল আলম, সাবেক সভাপতি সিনিয়র সাংবাদিক খন্দকার শাহ আলম মন্টু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব সিনিয়র সাংবাদিক খন্দকার হামিদুল ইসলাম আজম, উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক শাওন, সাংগঠনিক সম্পাদক এসএফ টিভির পরিচালক এম সঞ্জু আহমেদ প্রমুখ।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন আফিয়া নূর ফাউন্ডেশনের সদস্য সচিব ডাক্তার আব্দুল্লাহ আল মামুন। নওলামারী মাদ্রাসার প্রভাষক শাহিন শাহিদের সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নওলামারী মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল লতিফ, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের প্রভাষক মোঃ আব্দুল হাই, প্রভাষক তাপস রশিদ, সমাজকর্মী আব্দুর রশিদ মুঞ্জু, হাটবোয়ালিয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজের সহকারী অধ্যাপক আসিফ জাহান, জাতীয় পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ ইমাম মাওলানা আবুল বাশার এবং উপজেলা মডেল মসজিদের খতিব মাওলানা হাফেজ মাহমুদ মাসুদ কামান প্রমুখ।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালে প্রতিষ্ঠিত আফিয়া নূর ফাউন্ডেশন নিয়মিত মেধাবৃত্তি পরীক্ষার আয়োজন করে আসছে। ২০২৫ সালের বৃত্তি পরীক্ষায় উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রথম শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ১,০৩৮ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে ১৮২ জন শিক্ষার্থী মেধাবৃত্তি লাভ করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি উপস্থিত থেকে এসব শিক্ষার্থীর প্রত্যেকের হাতে ক্রেস্ট ও নগদ অর্থ তুলে দেন।

অনুষ্ঠানটি উৎসবমুখর পরিবেশে সম্পন্ন হয় এবং শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও অতিথিদের উপস্থিতিতে মিলনায়তনটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

দামুড়হুদায় স্বাধীনতা দিবসে ৮ কবর স্মৃতিসৌধে জিয়াউর রহমানের নাম উল্লেখ না করায় বিএনপির ক্ষোভ

দামুড়হুদা উপজেলায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে ২৬ মার্চ ৮ কবর স্মৃতি সমাধিতে আয়োজিত স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নাম উল্লেখ না করায় বিএনপি নেতাকর্মীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে নাটুদাহ এলাকার আট কবর শহীদ

মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও পতাকা উত্তোলন কর্মসূচির সময় এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, সকাল সাড়ে ৭টায় শহীদদের স্মরণে স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এতে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক সংগঠন এবং সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন নাটুদাহ হাই স্কুলের ধর্মীয় শিক্ষক ও জামায়াতের রোকন আবু সাদেক।

উপস্থাপনার সময় তিনি উল্লেখ করেন যে, ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করা হয়। তবে কে সেই ঘোষণা দেন—তার নাম উল্লেখ না করায় স্থানীয় বিএনপি নেতৃবৃন্দ ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিবাদ জানান এবং শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নাম উল্লেখ করার দাবি তোলেন।

এ সময় বিএনপি নেতাদের সঙ্গে উপস্থিত জামায়াত নেতাদের কথা কাটাকাটির সৃষ্টি হয়। বিএনপি নেতাদের অভিযোগ, ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ এই তথ্য এড়িয়ে যাওয়া উদ্দেশ্যমূলক এবং তা গ্রহণযোগ্য নয়।

স্থানীয় বিএনপি নেতারা বলেন, “১৯৭১ সালে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এই সত্য গোপন রেখে বক্তব্য দেওয়া কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা চাই, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনুষ্ঠানে সত্য তথ্য তুলে ধরা হোক।”

দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু বলেন,

“২৬ মার্চ ১৯৭১ সালে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এই বিষয়টি উল্লেখ না করে স্বাধীনতার চেতনাকে অবমাননা করা হয়েছে। এটি জাতির জন্য লজ্জাজনক।”

অন্যদিকে, দামুড়হুদা উপজেলা জামায়াতের আমির নায়েব আলি বলেন, স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের সময় উপস্থাপনাকারীর কিছুটা ত্রুটি ছিল। এ কারণে সামান্য বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হলেও পরে সুষ্ঠুভাবেই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে।দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন,

উপস্থাপনার সময় স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর

রহমানের নাম উল্লেখ না করায় বিএনপি নেতাদের সঙ্গে কিছুটা কথা কাটাকাটি হয়। তবে পরবর্তীতে শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওবায়দুর রহমান সাহেল বলেন, স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও পতাকা উত্তোলনের কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ করবেন উপজেলা প্রশাসন ও বীর মুক্তিযোদ্ধারা। একজন স্কুল শিক্ষক মাইকে অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করছিলেন। সেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় ৫জন ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে ৪ ওয়ারেন্টভুক্ত আসামীকে গ্রেফতার করেছে।

বৃহস্পতিবার ভোর রাতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে, বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত হলো দর্শনা থানার চাকুলিয়া গ্রামের আপন তিন ভাই নুর আলমের ছেলে সাদ্দাম হোসেন(৩০), শহিদুল ইসলাম(৪০), সিরাজুল ইসলাম(৩৫) ও দর্শনা আকন্দবাড়িয়া নতুন পাড়ার মোজাম্মেল হক পচার ছেলে সাইফুল ইসলাম ফিল্টু (৩৫), দর্শনা থানার তিতুদহ ইউনিয়নের খাড়াগোদা গ্রামের মুকুল হোসেনের ছেলে মতিয়ার রহমান ওরফে হৃদয় (২৩)’কে নিজ নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে।

পুলিশ জানায়, তাদের ৫ জনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলার ওয়ারেন্ট ছিলো। গতকালই তাদের ৫ জনকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে